Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সন্তানের প্রতি পিতা মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শারমিন

রোলঃ 228020076

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সন্তানের প্রতি পিতা মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শারমিন

রোলঃ 228020076

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ সন্তানের প্রতি পিতা মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে শারমিন, আইডিঃ 228020076 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ সন্তানের প্রতি পিতা মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

শারমিন

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

শারমিন

আইডিঃ 228020076

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

সন্তানের প্রতি পিতা মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য:.....5

ভূমিকা:.....5

সন্তান জন্ম নেওয়ার আগে দুইটা করণীয়ঃ.....7

সন্তান জন্মের পর ১২ টি করনীয়.....8

আল কুরআনের আলোকে সন্তানের প্রতি পিতা মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য:.....12

স্নেহের পরশে প্রতিপালন :.....27

পিতৃহারা সন্তানের প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ :.....27

প্রাথমিক জ্ঞান দান :.....28

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জীবন যাপনে অভ্যস্ত করা :.....29

সৌজন্যবোধ শিক্ষা দান :.....30

উন্নত মন-মানসিকতা গঠন :.....30

সৌজন্যবোধ শিক্ষা দান :.....31

উন্নত মন-মানসিকতা গঠন :.....31

ব্যবহারিক শিক্ষা দান :.....32

তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া :.....33

সন্তান প্রতিপালনে নজিরবিহীন ত্যাগ.....34

সন্তানের প্রতি পিতার কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য:.....36

এক নজরে সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার করণীয় দায়িত্ব.....37

সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার কর্তব্য সম্পর্কে একটি ঘটনার উদাহরণ দেওয়া হলো, যা শিক্ষণীয় এবং আবেগপূর্ণ:.....40

সন্তানের প্রতি পিতা মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য:

ভূমিকা:

সন্তান আল্লাহর দেওয়া এক বড় নেয়ামত। তাই সে নেয়ামতের প্রতি পিতা মাতা হিসেবে সঠিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা উচিত।পৃথিবীতে যত ভালোবাসা রয়েছে সকল ভালোবাসার পেছনে স্বার্থ জড়িত রয়েছে। একমাত্র নিঃস্বার্থ ভালোবাসা হলো সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার ভালোবাসা। এ ভালোবাসার তাগিদেই প্রতিটি মানুষ তাঁর সন্তানের শান্তি, স্বস্তি ও সুখ্যাতির জন্য জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রানন্তকর প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। এটাই হলো মানুষের ফিতরাত বা স্বভাব।

আর ইসলাম ফিতরাতের ধর্ম, স্বভাব ধর্ম। তাই ইসলাম চায় মানুষের এই স্বভাব ধর্মকে স্থায়ী রুপ দিতে। তার চিন্তা-চেতনাকে এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের সীমিত পরিসরে না রেখে আরও সম্প্রসারিত করে দুনিয়ার জগত ছেড়ে আলামে বারযাখ হয়ে আখিরাতে নিয়ে যেতে। তাই ইসলামের আবেদন হলো – তুমি তোমার ও তোমার পরিবারবর্গ বিশেষত সন্তানাদিকে শুধু দুনিয়ার কষ্ট থেকে বাচাবার চিন্তা করো না। কেবল দুনিয়ার সুখ-শান্তি সমৃদ্ধির কামনা করো না। বরং কবরের আযাব থেকে কীভাবে বাঁচবে, জাহান্নামের শাস্তি থেকে কীভাবে নাজাত পাবে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা গ্রহন করো।আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন-
"হে মুমিন গন! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা করো যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর। যাতে নিয়োজিত আছে পাষান হৃদয় ও কঠোর স্বভাবের ফেরেস্তাগন। তারা আল্লাহ তা'য়ালা যা আদেশ করেন তা অমান্য করে না এবং যা আদেশ করা হয় তাই করে।" সূরা তাহরীমঃ০৬

এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় মানুষ দুনিয়ার ব্যাপারে যেমন কেবল নিজে বাঁচার চিন্তা করে শেষ করে না। বরং সন্তানাদিকেও বাঁচাবার চেষ্টা করে। দুনিয়ার কোন দুঃখ যেন নিজেকে, নিজের সন্তানাদিকে কোন অবস্থাতে স্পর্শ না করে সে জন্য যেমন প্রানান্তর চেষ্টা করে, ঠিক তেমনিভাবে আখিরাতের ব্যাপারে ঐ একই চেষ্টা করতে হবে। যেন কোন অবস্থাতেই তাদেরকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করতে না পারে। অনেক লোক দেখা যায় মাশাআল্লাহ ভাল দীনদার, নামাজি, মসজিদে প্রথম কাতারে

নামাজ পড়ে। তাকবীরে উলা ধরার চেষ্টা করে , তাহাজ্জুদ, নফল, আওয়াবীন, চাশত, ইশরাক সবই পড়ে। কিন্তু দেখা গেল ছেলে নামাজ পড়ে না মেয়ে পর্দা করে না স্ত্রী শরিয়ত মোতাবেক চলে না। এতে তার কোন চিন্তা-অস্থিরতা নেই। কোন মাথা ব্যাথা নেই; বরং তারা জবাব দেয়, পরিবেশ খারাপ, যামানা খারাপ, ছেলে মেয়ে কথা শুনে না। এ ধরনের বিভিন্ন রকমের কথাই আমরা বলি। এক দু'বার আদেশ করেই মনে করি আমার দায়িত্ব শেষ। অথচ নবীদের দিকে তাকালে দেখা যায় হযরত নূহ (আ.) তার ছেলে কেলানকে নয়শ বছর একাধারে দাওয়াত দিয়েছিলেন। তাতেও তিনি ক্ষান্ত হননি; বরং যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা আসলো- "হে নূহ! নিশ্চয়ই সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়। নিশ্চয়ই সে দূরাচার। সুতরাং আমার কাছে এমন দরখাস্ত করবে না , যা তুমি জানো না। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে , তুমি অজ্ঞদের দলভুক্ত হবে না।" তখন হযরত নূহ (আ.) দাওয়াত বন্ধ করে দিলেন এবং এর পরেই সে ধংস্ব হয়ে গেল। আর আমরা এক দু'বার আদেশ করেই মনে করি আমার দায়িত্ব শেষ হয়ে গিয়েছে। আসলে বিষয়টা এতো সহজ নয়। এতো সহজে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে না।

আমরা কথায় বলি-জামানা খারাপ, পরিবেশ খারাপ, সমাজ খারাপ আসলে কোনটাই খারাপ নয়; বরং আমাদের স্বভাবই খারাপ। তাই একটি সুস্থ সমাজ জাতি কে উপহার দিতে হলে একটা সুস্থ পরিবার গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই। আর সুস্থ ও সভ্য পরিবার গড়ে তুলতে হলে সন্তান লালন-পালনে ইসলাম আমাদের যে হিদায়াত, যে দিকনির্দেশনা দিয়েছে সে অনুযায়ী ধারাবাহিক তা'লীম-তারবিয়্যাত ও প্রশিক্ষনের মাধ্যমে আমাদের সন্তানদের কে আদর্শ সন্তান রুপে গড়ে তুলতে হবে। তাহলে এ সন্তান দ্বারা আমাদের মুখ উজ্জ্বল হবে। আল্লাহ'র দরবারেও আমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে না।সন্তান লালন-পালনে আমাদের করণীয় আপনার সন্তানকে যদি আপনি দ্বীনদার আদর্শ সন্তান হিসেবে গড়ে তুরতে চান যদি উন্নত চারিত্রিক গুণাবলির অধিকারি করতে চান, তাহলে সন্তানের জন্মের পূর্ব থেকেই দায়িত্ব পালন করতে হবে ধারাবাহিকভাবে।

সন্তান জন্ম নেওয়ার আগে দুইটা করণীয়ঃ

১) সন্তানের জন্য ভালো একজন মা নির্বাচন করা। সন্তানের মন-মানসিকতা গঠনের ক্ষেত্রে মাতা-পিতার মন-মানসিকতার ও প্রভাব থাকে। তাই ভালো সন্তান চাইলে দ্বীন দার মেয়েকে বিয়ে করতে হবে। শরীয়তে এর গুরুত্ব অনেক। বুখারি শরিফের ৫০৯০ নাম্বার হাদিসে বলা হয়েছে যে , নারিকে বিবাহ করবে চারটি জিনিস দেখে; (১)সম্পদ দেখে (২)বংশ দেখে (৩) সৌন্দর্য দেখে (৪) দ্বীনদারিত্ব দেখে। তবে প্রথম তিনটা যদি নাও থাকে , দ্বীনদারি যদি থাকে তাহলে দ্বীনদারিকে প্রাধান্ন দিবে। যদি তুমি দ্বীনদারিকে প্রাধান্ন না দাও তাহলে তুমি ধংস্ব হও।
২) স্বামী স্ত্রী উভয় এ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বে দুআ পড়া- বুখারি শরিফের ১৪১ নাম্বার হাদিস, তোমাদের কেউ যখন স্ত্রীর কাছে যায়, যাবার পর স্বামী স্ত্রী যখন এমন সম্পর্কে আবদ্ধ হয় যে সম্পর্কের মাধ্যমে সন্তান আসে তখন স্বামী স্ত্রী উভয় দোয়া পড়বে-

بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَ جَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

অর্থঃ আল্লাহ তা'য়ালার নামের সহিত আরম্ভ করিতেছি। হে আল্লাহ আমাদিগকে শয়তান হইতে দূরে সরাইয়া রাখুন। এবং আমাদিগকে অদৃষ্টে যাহা প্রদান করিয়াছেন তাহা হইতে শয়তানকে দূরে হটাইয়া দিন।
এই দু'য়া পড়ার পর যে পন্থা অবলম্বনে সন্তান দুনিয়াতে আসে, ঐ পন্থা অবলম্বনের পর যদি সন্তান দুনিয়াতে আসে নবীজী বলেন- তাকে শয়তান ক্ষতি করতে পারবে না।

সন্তান জন্মের পর ১২ টি করনীয়

১. শিশুর কানে আযান ও ইকামত দেওয়া-

সন্তান ভুমিষ্ঠ হওয়ার পর সাথে সাথে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে তার ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামত দিতে হবে। আবু দাউদ শরীফের ৫১০৫ নাম্বার হাদিস; নবীর সাহাবি বলেন নবীকে আমি দেখলাম ফাতেমা (রা.) যখন হাসান (রা.) কে প্রসব করলেন ,নামাজের জন্য মুয়াজ্জিন যেভাবে আযান দেয় নবীজীও অবিকল ঐ ভাবে হাসান (রা.) এর কানে আযান দিলেন। ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামত দিতে হয়। এই আযান ও ইকামতের মাধ্যমে মূলত তার অন্তরে তাওহীদের বীজ বপন করা হয়। আর এ কথা জেনে রাখা দরকার যে, এই আযান ইকামত দেওয়ার জন্য কোন পুরুষের দরকার হয় না। যদি সন্তানের মা সুস্থ থাকে তাহলে তিনি দিবেন, না হলে যে সমস্ত মহিলারা ধাত্রী হিসেবে আশেপাশে থাকেন তারা দেবেন এটা তাদের দায়িত্ব। জন্মের শুরুতে যখন এইভাবে তাওহীদের বীজ বপন করে দেওয়া হয় তখন এর প্রভাব তার উপর পড়ে এবং আল্লাহর মেহের বাণীতে তার ঈমান নসিব হয়।

২. তাহনীক করা-

তাহনীক বলা হয় কোন আল্লাহ ওয়ালার মুখের মধ্যে খেজুর দিয়ে উনি খেজুর চাবাবে, চাবানোর পর মুখে যে থুথু হবে সেটা আগে বাচ্চার মুখে দিবে তারপর খেজুরের সামান্য অংশ বাচ্চার মুখের তালুতে লাগিয়ে দিবে। সে চুষে চুষে খাবে। বুখারি শরিফের ৩৯০৯ নাম্বার হাদিসে বর্নিত আছে- হযরত আবু বকর (রা.) এর কন্যা আসমা (রা.) এর সন্তান জন্মগ্রহন করলো; সাহাবায়ে কেরাম বনর্না করেন , আল্লাহর রাসূলের কাছে যাওয়ার পর তিনি খেজুর চাবাইয়া আগে থুথু দিলেন তারপর সামান্য খেজুর তালুতে লাগিয়ে দিলেন

৩. মাথা মুন্ডন করা-

সপ্তম দিনে তার মাথা মুন্ডন করবে এবং চুলের ওজন অনুযায়ী রুপার মূল্য সদকা করে দিবে। এটা মুস্তাহাব আমল।

৪. শিশুর সুন্দর নাম রাখা-

নবজাতক শিশুর জন্য একটি সুন্দর শ্রুতিমধুর ও অর্থবহ নাম রাখা পিতা- মাতার অবশ্য কর্তব্য। নাম রাখার ক্ষেত্রে ছেলেদের নামের বেলায় আল্লাহর গুনবাচক নাম সংযুক্ত করে রাখবে। যেমনঃ আব্দুল্লাহ, আব্দুর রহমান, এরপর নবী, সাহাবী, তাবিঈ, ওলী-বুযুর্গদের প্রাধান্য দেবে। এগুলো থেকে নাম যদি না রাখে তবে এমন নাম রাখবে যার অর্থ সুন্দর ও ভালো হয়। মেয়েদের ক্ষেত্রে নবীদের স্ত্রী, মহিলা সাহাবিদের নাম খুজবে। পছন্দমতো পাওয়া না গেলে এমন নাম রাখবে যার অর্থ ভালো হয়।

৫. আকীক্বাহ করা-

আযান ইকামত নাম রাখা ও মাথা মুন্ডানোর পর আকীক্বাহ করতে হবে। আকীক্বাহ সুন্নাত। সন্তান ভুমিষ্ঠ হওয়ার সপ্তম দিনে আকীক্বাহ করা মুস্তাহাব। ছেলে হলে দুটি ভেড়া বা বকরী অথবা গরুতে দুই ভাগ। মেয়ে হলে একটি খাসি বা গরুতে একভাগ। খাসি দ্বারা ছাগল উদ্দেশ্য। খাসি বকরি যাই হোক তাতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে আর্থিক সংকট থাকলে ছেলের ক্ষেত্রে একটা দিলেও আদায় হয়ে যাবে। সপ্তমদিনে না পারলে চৌদ্দ দিনের মাথায় আকীক্বাহ করবে তাও না পারলে **২১** দিনে করবে। তাও যদি না পারে তাহলে যে কোন দিন করলে আদায় হয়ে যাবে। তবে মুস্তাহাব আকীক্বার দাবি আদায় হবে না। আকীক্বাহ সম্পর্কে হাদিসে আছে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন-

শিশু তার আকীক্বাহ'র বিনিময়ে (আল্লাহর নিকট) বন্দক স্বরুপ থাকে। কাজেই সপ্তম দিনে তার পক্ষ হতে আকীক্বাহ করবে, তার মাথা মুন্ডন ও নাম রাখবে।" (তিরমিযি **১**৫২২)

৬.হারাম খাদ্য থেকে দুরে রাখা- সন্তানের লালন-পালনে ছয় নাম্বার জরুরী বিষয় হলো বাচ্চাকে হারাম খাবার হতে দূরে রাখা। বুখারি শরিফের **১৪৯১** নাম্বার হাদিসে বর্ণিত আছে, হাসান ইবনে আলী রাসূলের (দৌহিত্র) একবার সদকার খেজুর থেকে একটি খেজুর নিয়ে মুখে দিলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বললেন; থু! থু! ফেলে দাও। তুমি জানোনা আমরা সদকা খাইনা!

৭.দ্বীন শেখানো-

বাচ্চা যখন একটু বুঝতে শুরু করবে, একটু একটু বলতে শুরু করবে তখন তাকে ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে আলিফ-বা শেখাবে। পাশাপাশি ক-খ ও শেখাবে। এমন যেন না হয় বাংলা-ইংরেজী তো শুরু করে দিলো, কিন্তু আরবির দিকে খেয়াল নেই। এখানে একটা কথা স্বরণ রাখতে হবে তা হচ্ছে আরবি উচ্চারন যদি ছোটবেলা থেকে না শিখে তাহলে বয়স হয়ে গেলে সে যত চেষ্টাই করুক সহীহ উচ্চারণ তার জন্য কঠিন হবে।

৮. মিথ্য পরিহার করা-

শিশুদের সাথে কখনো মিথ্যা বলা যাবে না। হাসি-কৌতুক করে রসিকতা করেও কখনো মিথ্যা বলা যাবে না। এমনকি মিথ্যা কথা বলে বাচ্চাদের কান্না-কাটিও থামানো যাবে না। একদিন এক মহিলা সাহাবি একটা বাচ্চাকে ডাক দিলেন ’এদিকে আসো তোমাকে কিছু একটা দিবো’ রাসূল (সাঃ) মহিলাকে বললেন তুমি কি আসলেই তাকে কিছু দেওয়ার ইচ্ছা করেছিল, না তাকে কাছে আনার জন্য লোভ দেখাচ্ছিলে? ঐ মহিলা বললো ‘জি হ্যা ইয়া রাসূলুল্লাহ , সে আসলে আমি তাকে একটি খেজুর দিতাম। রাসূল (সাঃ) বললেন যদি এমন না হতো তাহলে তোমার আমলনামায় একটা মিথ্যা বলার কবীরা গুনাহ লেখা হতো। আবু দাউদ ২য় খন্ড পৃঃ১৪১

সুতরাং বাচ্চাদের সাথে মিথ্যা বলা ছেড়ে দিতে হবে।৯. খাওয়ার আদব শেখানো- বাচ্চা যখন থেকে খাওয়া-দাওয়া শুরু করবে, তখন তাকে হাতে ধরে ধরে খাওয়াবে। খাওয়ার আদব শেখাবে- ডান হাতে খাবে, বাম হাতে খাবে না। কেন না – শয়তান বাম হাতে খায়। বিসমিল্লাহ বলে খাবে, আলহামদুলিল্লাহ বলে শেষ করবে।

১০. খাৎনা বা মুসলমানি করা-

বাচ্চার বয়স যখন ৬/৭ বছর হবে তখন তার খাৎনা-মুসলমানি করাতে হবে। খাৎনা সুন্নতে ইবরাহীম। সর্বপ্রথম খাৎনা হযরত ইবরাহীম (আ.) করেছেন। এই সুন্নতে ইবরাহীম কে আল্লাহ তা’য়ালা এ উম্মতের জন্য পালনীয় করেছেন।

১১.নামাজের তাগিদ করা-

সাতবছর হতেই সন্তানদেরকে ওযু-গোসল, তায়াম্মুম ও নামাজের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। নামায যদিও পূর্নাঙ্গ ফরজ পনের বছরে হয়, কিন্তু আগেই এর অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। তা না হলে বাচ্চারা সময় মতো নামায পড়বে না এবং নামাযের প্রতি আগ্রহী ও হবে না। বাচ্চাদের নামাযের হুকুম সম্পর্কে হাদিসে বর্নিত রয়েছে- “আমর ইবনে শুআইব তার পিতা ও দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন; তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে নামাযের হুকুম দাও যখন তাদের বয়স সাত বছর হয়। দশ বছর হলে (নামায না পড়লে) বেত্রাঘাত করো এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।” (আবু দাউদ ৪৯৪১)

১২. মন্দ পরিবেশ থেকে দূরে রাখা-

শৈশবকাল থেকেই বাচ্চাদেরকে ভাল পরিবেশে রাখতে হবে। মন্দ পরিবেশ থেকে দূরে রাখতে হবে। অসৎ বন্ধু-বান্ধবদের সাহচর্য থেকে বিরত রাখতে হবে। প্রবাদ রয়েছে- সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ। এছাড়া ঘরের মধ্যে আমল জারী রাখতে হবে। এভাবে বাদ মাগরিব কিছু তিলাওয়াতের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। চব্বিশ ঘন্টার যে কোন এক সময় অন্তত একবার কিতাবের তা’লীম করতে হবে। এ ব্যাপারে হযরত শায়খ যাকারিয়া (রহ.) রচিত ফাযায়েলে আমল বা ফাযায়েলে সাদাকাত, মুন্তাখাব হাদিস বা হায়াতুস সাহাবা থেকে কিছু কিছু পড়ে ঘড়ের লোকদেরকে শুনাবে এবং বাচ্চাদেরকে কাছে রাখবে।

আল কুরআনের আলোকে সন্তানের প্রতি পিতা মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য:

সন্তানকে তাওহীদ শিক্ষা দেওয়া:

وَ اِذۡ قَالَ لُقۡمٰنُ لِابۡنِهٖ وَ هُوَ یَعِظُهٗ یٰبُنَیَّ لَا تُشۡرِکۡ بِاللّٰهِ ؕؔ اِنَّ الشِّرۡکَ لَظُلۡمٌ عَظِیۡمٌ

আর স্মরণ কর, যখন লুকমান তার পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিল, 'প্রিয় বৎস, আল্লাহর সাথে শিরক করো না; নিশ্চয় শিরক হল বড় যুলম। (৩১. লুকমান ১৩)

সন্তানকে দ্বীন শিক্ষা দেওয়া:

یٰبُنَیَّ اَقِمِ الصَّلٰوۃَ وَ اۡمُرۡ بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَ انۡهَ عَنِ الۡمُنۡکَرِ وَ اصۡبِرۡ عَلٰی مَاۤ اَصَابَکَ ؕ اِنَّ ذٰلِکَ مِنۡ عَزۡمِ الۡاُمُوۡرِ

হে আমার প্রিয় বৎস, সালাত কায়েম কর, সৎকাজের আদেশ দাও, অসৎকাজে নিষেধ কর এবং তোমার উপর যে বিপদ আসে তাতে ধৈর্য ধর। নিশ্চয় এগুলো অন্যতম দৃঢ় সংকল্পের কাজ। (৩১. লুকমান১

সন্তানকে আদব বা শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া:

وَ لَا تُصَعِّرۡ خَدَّکَ لِلنَّاسِ وَ لَا تَمۡشِ فِی الۡاَرۡضِ مَرَحًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ کُلَّ مُخۡتَالٍ فَخُوۡرٍ.

وَ اقۡصِدۡ فِیۡ مَشۡیِکَ وَ اغۡضُضۡ مِنۡ صَوۡتِکَ ؕ اِنَّ اَنۡکَرَ الۡاَصۡوَاتِ لَصَوۡتُ الۡحَمِیۡرِ

আর তুমি মানুষের দিক থেকে তোমার মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না। আর যমীনে দম্ভভরে চলাফেরা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাম্ভিক, অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না। আর তোমার চলার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর, তোমার আওয়াজ নীচু কর; নিশ্চয় সবচাইতে নিকৃষ্ট আওয়াজ হল গাধার আওয়াজ। (৩১. লুকমান ১৮-১৯

সন্তানদেরকে আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বিরত রাখা:

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا قُوۡۤا اَنۡفُسَکُمۡ وَ اَهۡلِیۡکُمۡ نَارًا وَّ قُوۡدُهَا النَّاسُ وَ الۡحِجَارَۃُ عَلَیۡهَا مَلٰٓئِکَۃٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا یَعۡصُوۡنَ اللّٰهَ مَاۤ اَمَرَهُمۡ وَ یَفۡعَلُوۡنَ مَا یُؤۡمَرُوۡنَ

হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হতে বাঁচাও যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর; যেখানে রয়েছে নির্মম ও কঠোর ফেরেশতাকূল, আল্লাহ তাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন তারা সে ব্যাপারে তার অবাধ্য হয় না। আর তারা তা-ই করে যা তাদেরকে আদেশ করা হয়। (৬৬. তাহরীম ০৬

সন্তানের জন্য দুআ করা:

وَ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا

আর যারা বলে, হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে। আর আপনি আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দিন। (২৫. ফুরকান৭৪

:কন্যা সন্তানের জন্য মনক্ষুণ্ন না হওয়া

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾

যখন এদের কাউকে কন্যা সন্তান জন্মের সুখবর দেয়া হয় তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায় এবং সে ভিতরে ভিতরে গুমরে মরতে থাকে। (সুরা নাহল ৫৮)

দরিদ্রতার ভয়ে সন্তান হত্যা না করা:

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

হে মুহাম্মাদ! এদেরকে বলো, এসো আমি তোমাদের শুনাই তোমাদের রব তোমাদের ওপর কি বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। দারিদ্রের ভয়ে নিজের সন্তানদেরকে হত্যা করো না, আমি তোমাদেরকে জীবিকা দিচ্ছি এবং তাদেরকেও দেবো।৪. প্রকাশ্যে বা গোপনে অশ্লীল বিষয়ের ধারে কাছেও যাবে না। আল্লাহ যে প্রাণকে মর্যাদা দান করেছেন ন্যায় সংগতভাবে ছাড়া তাকে ধ্বংস করো না। তিনি তোমাদের এ বিষয়গুলোর নির্দেশ দিয়েছেন, সম্ভবত তোমরা ভেবে-চিন্তে কাজ করবে। (সূরাআনয়াম ১৫১

সন্তানের পিতৃ পরিচয়ে বংশ পরিচয় নির্ধারিত হবে

﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

পালক পুত্রদেরকে তাদের পিতার সাথে সম্পর্কিত করে ডাকো। এটি আল্লাহর কাছে বেশী ন্যায়সংগত কথা। আর যদি তোমরা তাদের পিতৃ পরিচয় না জানো, তাহলে তারা তোমাদের দীনী ভাই এবং বন্ধু। না জেনে যে কথা তোমরা বলো সেজন্য তোমাদের পাকড়াও করা হবে না, কিন্তু তোমরা অন্তরে যে সংকল্প করো সেজন্য অবশ্যই পাকড়াও হবে। আল্লাহ ক্ষমাকারী ও দয়াময়। (সুরা আহযাব ৫)

হাদিসের আলোকে সন্তানের প্রতি পিতা মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য:

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার কানে আযান দেয়া:

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ

উবাইদুল্লাহ ইবনু আবূ রাফি (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফাতিমাহ (রা.) যখন আলী (রা.)-এর পুত্র হাসান (রা.)-কে প্রসব করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কানে সালাতের আযানের ন্যায় আযান দিয়েছিলেন। (আবু দাউদ ৫১০৫)

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাহনিয়া করানো:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيَدْعُو لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ زَادَ يُوسُفُ وَيُحَنِّكُهُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ بِالْبَرَكَةِ

আয়িশাহ (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বাচ্চাদেরকে আনা হলে তিনি তাদের জন্য বরকতের দুআ করতেন। ইউসুফের বর্ণনায় রয়েছেঃ তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খেজুর চিবিয়ে তাদের মুখে দিতেন। এতে বরকতের জন্য কথাটি উল্লেখ নেই। (আবু দাউদ ৫১০৬)

সন্তানের সুন্দর নাম রাখা:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ، وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ

:যে সমস্ত নাম রাখা উত্তম:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى عَبْدُ اللَّهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ

ইবনু উমার (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মহামহিম আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় নাম হলো আব্দুল্লাহ এবং আব্দুর রাহমান। (আবু দাউদ ৪৯৪৯)

عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجُشَمِيِّ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ، وَهَمَّامٌ، وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةُ

আবূ ওয়াহব আল-জিশামী (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা নবী-রাসূলগণের নামে নামকরণ করো। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় নাম হলো আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রাহমান। নামের মাঝে হারিস ও হাম্মাম হলো বিশ্বস্ত নাম এবং হারব ও মুররাহ হলো সবচেয়ে নিকৃষ্ট নাম। (আবু দাউদ ৪৯৫০)

সকল নাম রাখার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আছে:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُسَمِّيَ رَقِيقَنَا بِأَرْبَعَةِ أَسْمَاءٍ أَفْلَحَ وَرَبَاحٍ وَيَسَارٍ وَنَافِعٍ.

সামুরাহ ইবনু জুনদাব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে চারটি নাম রাখতে নিষেধ করেছেন: আফলাহ, রাবাহ, ইয়াসার ও নাফি। (মুসলিম ২১৩৬)

সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে আকিকা করা:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى

সামুরা ইবন জুনদুব (রা.) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, প্রত্যেক সন্তান স্বীয় আকীকার সাথে আবদ্ধ। তার পক্ষ হতে তা তার জন্মের সপ্তম দিনে যবেহ করতে হবে। সেদিন তার মাথা মুণ্ডন করতে হবে এবং তার নাম রাখতে হবে। (নাসাঈ ৪২২১)

সন্তানের পক্ষ থেকে সদাকাহ করা :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَسَنِ بِشَاةٍ وَقَالَ " يَا فَاطِمَةُ احْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً. قَالَ فَوَزَنَتْهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ .

আলী ইবনু আবী তালিব (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একটি বকরী দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসানের আকীকা করেন এবং বলেনঃ হে ফাতিমা! তার মাথা নেড়া করে দাও এবং তার চুলের ওজনের অনুরূপ রূপা দান কর। তদানুযায়ী আমি তার চুল ওজন করলাম এবং তার ওজন এক দিরহাম বা তার কাছাকাছি হয়। (তিরমিজি ১৫১৯)

সন্তানকে তাওহীদ শিক্ষা দেওয়া:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فَقَالَ " يَا غُلاَمُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ " .

ইবনু আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক সময় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পিছনে ছিলাম। তিনি বললেনঃ হে তরুণ! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি- তুমি আল্লাহ্ তাআলার (বিধি-নিষেধের) রক্ষা করবে, আল্লাহ তাআলা তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখবে, আল্লাহ্ তাআলাকে তুমি কাছে পাবে। তোমার কোন কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হলে আল্লাহ তাআলার নিকট চাও, আর সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে আল্লাহ্ তাআলার নিকটেই কর। আর জেনে রাখো, যদি সকল উন্মাতও তোমার কোন উপকারের উদ্দেশে ঐক্যবদ্ধ হয় তাহলে ততটুকু উপকারই করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তাআলা তোমার জন্যে লিখে রেখেছেন। অপরদিকে যদি সকল ক্ষতিই করতে সক্ষম হবে, যতটুকু আল্লাহ্ তাআলা তোমার তাকদিরে লিখে রেখেছেন। কলম তুলে নেয়া হয়েছে এবং লিখিত কাগজসমূহও শুকিয়ে গেছে। (তিরমিজি ২৫১৬)

সন্তানকে নামাজের ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

আমর ইবনু শুআয়েব (রহ.) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা এবং দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যখন তোমাদের সন্তানরা সাত বছরে উপনীত হবে, তখন তাদেরকে নামায পড়ার নির্দেশ দেবে এবং তাদের বয়স যখন দশ বছর হবে তখন নামায না পড়লে এজন্য তাদেরকে মারপিট কর এবং তাদের (ছেলে-মেয়েদের) বিছানা পৃথক করে দিবে। (আবু দাউদ ৪৯৫)

সন্তানকে আদর-স্নেহ করা, চুমু দেয়া ও আলিঙ্গণ করা:

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا. فَقَالَ الأَقْرَعُ إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا. فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ " مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ ".

আবূ হুরাইরাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা হাসান ইবনু ’আলীকে চুম্বন করেন। সে সময় তাঁর নিকট আকরা ইবনু হাবিস তামীমী উপবিষ্ট ছিলেন। আকরা ইবনু হাবিস বললেনঃ আমার দশটি পুত্র আছে, আমি তাদের কাউকেই কোন দিন চুম্বন দেইনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পানে তাকালেন, অতঃপর বললেনঃ যে দয়া করে না, সে দয়া পায় না। (বুখারী ৫৯৯৭)

সন্তানের লালন পালনের জন্য খরচ করা:

، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ، وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا، إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ. قَالَ " نَعَمْ لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ ".

উম্মু সালামাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আবূ সালামাহর সন্তানদের জন্য ব্যয় করলে তাতে আমার কোন সাওয়াব হবে কি? আমি তাদের এ (অভাবী) অবস্থায় ত্যাগ করতে পারি না। তারা তো আমারই সন্তান। তিনি বললেনঃ হাঁ, তুমি তাদের জন্য যা খরচ করবে তাতে তোমার সাওয়াব আছে। (বুখারী ৫৩৬৯)

সন্তানদেরকে স্বাবলম্বী করে রেখে যাওয়া:

سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنْ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلاَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي قَالَ لاَ فَقُلْتُ بِالشَّطْرِ فَقَالَ لاَ ثُمَّ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلاَّ أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحًا إِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً ثُمَّ لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنْ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ

সাদ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিদায় হাজ্জে একটি কঠিন রোগে আমি আক্রান্ত হলে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার

খোঁজ খবর নেয়ার জন্য আসতেন। একদা আমি তাঁর কাছে নিবেদন করলাম, আমার রোগ চরমে পৌঁছেছে আর আমি সম্পদশালী। একমাত্র কন্যা ছাড়া কেউ আমার উত্তরাধিকারী নেই। তবে আমি কি আমার সম্পদের দু তৃতীয়াংশ সাদাকা করতে পারি? তিনি বললেন, না। আমি আবার নিবেদন করলাম, তাহলে অর্ধেক। তিনি বললেন, না। অতঃপর তিনি বললেন, এক তৃতীয়াংশ আর এক তৃতীয়াংশও বিরাট পরিমাণ অথবা অধিক। তোমার ওয়ারিসদের অভাবমুক্ত রেখে যাওয়া, তাদেরকে খালি হাতে পরমুখাপেক্ষী অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে উত্তম। আর আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য তুমি যে কোন ব্যয় করো না কেন, তোমাকে তার বিনিময় প্রদান করা হবে। এমনকি যা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দিবে (তারও প্রতিদান পাবে)। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! (আফসোস) আমি আমার সাথীদের হতে পিছনে থেকে যাব? তিনি বললেন, তুমি যদি পিছনে থেকে নেক 'আমল করতে থাক, তাহলে তাতে তোমার মর্যাদা ও উন্নতি বৃদ্ধিই পেতে থাকবে। তাছাড়া, সম্ভবত, তুমি পিছনে (থেকে যাবে)। যার ফলে তোমার দ্বারা অনেক কাওম উপকার লাভ করবে। আর অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হে আল্লাহ্! আমার সাহাবীগণের হিজরত বলবৎ রাখুন। পশ্চাতে ফিরিয়ে দিবেন না। কিন্তু আফসোস! সাদ ইবনু খাওলার জন্য (এ বলে) আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য শোক প্রকাশ করছিলেন, যেহেতু মক্কা্য় তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। (বুখারী ১২৯৫)

সন্তানদের শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া:

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لأَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ " .

জাবির ইবনু সামুরা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ নিজের সন্তানকে শিষ্টাচার ও আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়া এক সা পরিমাণ বস্তু দান-খাইরাত করার চেয়েও উত্তম। (তিরমিজি ১৯৫১)

সন্তানদের ব্যাপারে ইনসাফ কায়েম করা:

عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ أَعْطَانِيْ أَبِيْ عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَى رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّيْ أَعْطَيْتُ ابْنِيْ مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرَتْنِيْ

أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَاتَّقُوْا اللهَ وَاعْدِلُوْا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ قَالَ فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ.

আমির (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নুমান ইবনু বাশীর (রা.) কে মিম্বরের উপর বলতে শুনেছি যে, আমার পিতা আমাকে কিছু দান করেছিলেন। তখন (আমার মাতা) আমরা বিনতে রাওয়াহা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সাক্ষী রাখা ব্যতীত সম্মত নই। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আসলেন এবং বললেন, আমরা বিনতে রাওয়াহার গর্ভজাত আমার পুত্রকে কিছু দান করেছি। হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে সাক্ষী রাখার জন্য সে আমাকে বলেছে। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সব ছেলেকেই কি এ রকম করেছ? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তবে আল্লাহকে ভয় কর এবং আপন সন্তানদের মাঝে সমতা রক্ষা কর। (বুখারী ২৫৮৭)

দারিদ্রতার ভয়ে সন্তান হত্যা করা নিষেধ:

عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيْمٌ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيْلَةَ جَارِك

’আবদুল্লাহ (ইবনু মাস’ঊদ) (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু ’আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, কোন্ গুনাহ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন, আল্লাহর জন্য অংশীদার দাঁড় করান। অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, এতো সত্যিই বড় গুনাহ। আমি বললাম, তারপর কোন্ গুনাহ? তিনি উত্তর দিলেন, তুমি তোমার সন্তানকে এই ভয়ে হত্যা করবে যে, সে তোমার সঙ্গে আহার করবে। আমি আরয করলাম, এরপর কোনটি? তিনি উত্তর দিলেন, তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে তোমার ব্যভিচার করা। [বুখারি ৪৪৭৭, ৪৭৬১, ৬০০১, ৬৮১১, ৬৮৬১, ৭৫২০, ৭৫৩২; মুসলিম ১/৩৭, হাঃ ৮৬০] (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৪১১৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৪১২২)

নবজাতকের মাথার চুল ওজন করে সমপরিমান দান:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَسَنِ بِشَاةٍ وَقَالَ " يَا فَاطِمَةُ احْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً "

আলী ইবনু আবী তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একটি বকরী দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসানের আকীকা করেন এবং বলেনঃ হে ফাতিমা! তার মাথা নেড়া করে দাও এবং তার চুলের ওজনের অনুরূপ রূপা দান কর। তদানুযায়ী আমি তার চুল ওজন করলাম এবং তার ওজন এক দিরহাম বা তার কাছাকাছি হয়। (তিরমিজি ১৫১৯)

عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْغُلاَمُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ "

সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সকল শিশুই তার আকীকার সাথে বন্ধক (দায়বদ্ধ) অবস্থায় থাকে। জনুগ্রহণ করার সপ্তম দিনে তার পক্ষে যবেহ করতে হবে, তার নাম রাখতে হবে এবং তার মাথা নেড়া করতে হবে। (তিরমিজি ১৫২২, ইবনু মা-জাহ ৩১৬৫)

সন্তানের খাতনা করা :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ" الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ ".

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মানুষের স্বভাবগত বিষয় হলো পাঁচটিঃ খাতনা করা, নাভির নীচের পশম কামানো, বগলের পশম উপড়ে ফেলা, গোঁফ ছাঁটা এবং (অতিরিক্ত) নখ কাটা। (সহিহ বুখারি ৫৮৮৯, আধুনিক প্রকাশনী- ৫৮৫৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫৭৪৭)

শিশুদের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করা:

عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ قَالَتْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ تُقَبِّلُونَ الصِّبْيَانَ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَوَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ ".

’আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললো। আপনারা শিশুদের চুম্বন করেন, কিন্তু আমরা ওদের চুম্বন করি না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আল্লাহ যদি

তোমার হৃদয় হতে দয়া উঠিয়ে নেন, তবে তোমার উপর আমার কি কোন অধিকার আছে? [বুখারি, ৫৯৯৮, মুসলিম ৪৩/১৫, হাঃ ২৩১৭, আহমাদ ২৪৪৬২] (বুখারি, আধুনিক প্রকাশনী- ৫৫৬৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫৪৫৯)

আবূ দারদা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে, তোমাদের ও তোমাদের পিতাদের নাম ধরে ডাকা হবে। তাই তোমরা তোমাদের সুন্দর নামকরণ করো। (আবু দাউদ ৪৯৪৮)

পিতা-মাতা উভয়ের নিকট সন্তানের অধিকার স্বীকৃত। আমরা সন্তানের অধিকারকে দু'ভাগে বিভক্ত করতে পারি।

- মাতার নিকট থেকে প্রাপ্ত অধিকার।
- পিতার নিকট থেকে প্রাপ্ত অধিকার।

(১) **মাতার নিকট থেকে প্রাপ্ত অধিকার সমূহ :**

মাতার নিকট হ'তে সন্তানের যে অধিকার স্বীকৃত তা দু'টি পর্যায়ে বিভক্ত।

(ক) গর্ভকালীন বা জন্মপূর্ব অধিকার।

(খ) জন্ম পরবর্তী অধিকার।

পৃথিবীর প্রতিটি গৃহে প্রত্যেক ব্যক্তি সন্তান কামনা করে। সন্তানের উপস্থিতি যেমন কল্যাণ বয়ে আনে, তেমনি গৃহের সৌন্দর্যও বৃদ্ধি করে। তাই যে গৃহে নিষ্পাপ শিশুর কল-কাকলি থাকে না, সে গৃহের শোভা ও সৌন্দর্য অনেকটাই ম্লান হয়ে যায়। শিশুর শোভা ও সৌন্দর্য সম্পর্কে জনৈক কবি সুন্দর করে বলেছেন,

إِنَّمَا أَوْلاَدُنَا بَيْنَنَا * أَكْبَادُنَا تَمْشِىْ عَلَى الْأَرْضِ

لَوْ هَبَّتِ الرِّيْحُ عَلَى بَعْضِهِمْ * لاَمْتَنَعَتْ عَيْنِىْ عَنِ الْغُمْضِ.

সন্তানেরা মনে হয় যেন আমাদের মাঝে,
মোদেরি অন্তর মূর্ত হয়ে মাটিতে হাঁটে।
দমকা হাওয়াও বয়ে যায় যদি কোনও সাঁঝে,
ঘুম আসে না আমাদের চোখে সারাটি রাতে।

সন্তান আল্লাহ তা‘আলার অগণিত নে‘মতের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নে‘মত ও তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ। আল্লামা আলূসী (রহঃ) বলেছেন, ‘ধন-সম্পদ হচ্ছে প্রাণ বাঁচানোর উপায় আর সন্তান-সন্ততি হচ্ছে বংশ তথা মানব প্রজাতি রক্ষার মাধ্যম’। পিতা-মাতার নিকট থেকে স্নেহ-মমতাসহ সন্তানের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাবার অধিকার আছে। সালমান ফারেসী (রাঃ) বলেন , إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّهُ. ‘তোমার উপর তোমার রবের হক রয়েছে, তোমার শরীরের হক রয়েছে এবং তোমার পরিবারের হক রয়েছে। অতএব প্রত্যেককে তার অধিকার দাও’। রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে সালমান (রাঃ)-এর এ বক্তব্য পেশ করা হ’লে তিনি বলেন, ‘সালমান সত্য বলেছে’।[1] কারণ মানব সন্তান পশু-পাখির মত নয় বিধায় তারা পুরোপুরি আদর-যত্ন, স্নেহ-মমতা না পেলে তাদের পক্ষে পৃথিবীতে বেঁচে থাকা প্রায় অসম্ভব।

সন্তান পিতা-মাতার যৌথ ফসল। মহান আল্লাহ তা‘আলার সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি মানব সন্তান পিতা-মাতার নিকট পবিত্র আমানত। পৃথিবীতে অনেক মানুষ আছে যাদের প্রচুর সম্পদ রয়েছে, কিন্তু তা ভোগ করার মতো কোন উত্তরাধিকারী নেই। তারা হাযারও চেষ্টা-সাধনা ও কামনা করে একটি সন্তান লাভ করতে পারছে না। অপরপক্ষে বহু লোক আছে যাদের যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ না থাকা সত্ত্বেও বহু সংখ্যক সন্তানের জনক। সন্তান লাভ করা আল্লাহর পক্ষ হ’তে এক বিশেষ নে‘মত। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা এরশাদ করেন,

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ إِنَاثاً وَّيَهَبُ لِمَن يَّشَاءُ الذُّكُوْرَ- أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَّإِنَاثاً وَّيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاءُ عَقِيْماً إِنَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ.

‘আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা তাকে করে দেন বন্ধ্যা। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান’ *(শূরা ৪২/৪৯-৫০)*। সন্তানের লালন, পরিপুষ্টি, সংরক্ষণ, পরিবৃদ্ধি সর্বোপরি আল্লাহর মর্যি মোতাবেক একজন সুন্দর মানুষ হিসাবে তার জীবন গঠন করার দায়িত্ব মাতা-পিতা উভয়ের। শিশুকে বড় করে তোলার ক্ষেত্রে পিতা-মাতা পরস্পর পরিপূরক দায়িত্ব পালন করেন। উপার্জন, শাসন, নিয়ন্ত্রণ ও বহিরাঙ্গনের শ্রমসাধ্য দায়িত্ব পিতাকে পালন করতে হয়। অভ্যন্তরীণ কাজ-কর্ম, শিশুর লালন-পালন ও প্রাথমিক শিক্ষার মত মৌলিক ও ধৈর্যসাধ্য

কাজগুলি সাধারণতঃ মায়ের উপর বর্তায়। শিশু নির্দোষ প্রকৃতি নিয়ে পৃথিবীতে আসে। তাকে দৈহিক ও মানসিক প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলে উপযুক্ত নাগরিক করার দায়িত্ব পিতা-মাতার। মহানবী (ছাঃ) বলেছেন,

مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ إِلاَّ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ.

‘প্রতিটি শিশুই ফিতরাতের (ইসলাম) ওপর জন্মগ্রহণ করে। তারপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, খৃষ্টান অথবা অগ্নিপূজক বানায়’।[2]

সন্তান পিতা-মাতার যৌথ উদ্যোগের এক অনুপম উপহার। পিতা-মাতা উভয়ের নিকট সন্তানের অধিকার স্বীকৃত। আমরা সন্তানের অধিকারকে দু’ভাগে বিভক্ত করতে পারি।

- মাতার নিকট থেকে প্রাপ্ত অধিকার।
- পিতার নিকট থেকে প্রাপ্ত অধিকার।

(১) **মাতার নিকট থেকে প্রাপ্ত অধিকার সমূহ :**

মাতার নিকট হ’তে সন্তানের যে অধিকার স্বীকৃত তা দু’টি পর্যায়ে বিভক্ত।

(ক) গর্ভকালীন বা জন্মপূর্ব অধিকার।

(খ) জন্ম পরবর্তী অধিকার।

(ক) **গর্ভকালীন অধিকার সমূহ :**

গর্ভধারণ :

আল্লাহর অপার অনুগ্রহে গর্ভে আগত সন্তানকে মা অত্যন্ত আনন্দচিত্তে গ্রহণ করবেন এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বহন করবেন। এজন্য তিনি তার দেহ-মনকে সুস্থ, পূত-পবিত্র ও কলুষমুক্ত রাখবেন। সন্তানের মঙ্গলের নিমিত্তে নিজ স্বাস্থ্যের প্রতি সদা সতর্ক থাকবেন। সন্তানকে আপদ মনে করে বিনষ্ট করার চেষ্টা করবেন না। প্রয়োজনে নিজের সবটুকু বিলিয়ে দিবেন গর্ভস্থ সন্তানের জন্য এবং সাগ্রহে যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট মাথা পেতে নিতে প্রস্ত্তত থাকবেন। তবেই সন্তানের প্রতি মায়ের যথাযথ কর্তব্য পালন করা হবে। মায়ের এ কঠিন দায়িত্ব সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছে, ‘حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ. তার মাতা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেছেন’ *(লোকমান ৩১/১৪)*

: দৈহিক গঠন

সন্তান গর্ভে অবস্থানকালীন সময়ে মায়ের কঠোর পরিশ্রম ও বেপরোয়া চলাফেরা তার দৈহিক গঠন প্রক্রিয়ার ওপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। সন্তানের কল্যাণের

জন্য চলাফেরার সময় তাকে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন পূর্বক কঠোর পরিশ্রম হ’তে বিরত থাকতে হবে। অসাবধানতার কারণে সন্তান বিকলাঙ্গ হ’তে পারে, এমনকি গর্ভপাত পর্যন্তও ঘটতে পারে। এ সময় পুষ্টিকর ফলমূল এবং উত্তম খাদ্য মা গ্রহণ করবেন। ফলমূল অন্যান্য খাদ্যের তুলনায় বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে ফলমূলে অধিক পরিমাণে সুগার আছে যা সহজে হজম হয় এবং এ থেকে শরীর গ্রহণ করে জীবনী শক্তি ও খাদ্যপ্রাণ। ফলমূল দেহের ক্ষয়প্রাপ্ত শক্তি যোগাতে সাহায্য করে। এ কারণে মহান আল্লাহ মারয়াম (আঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন,

وَهُزِّيْ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا- فَكُلِيْ وَاشْرَبِيْ وَقَرِّيْ عَيْناً.

‘তোমার দিকে খেজুর বৃক্ষের কান্ডকে ঝুঁকিয়ে নাও, সে তোমার উপর পতিত করবে তাজা উপাদেয় খেজুর, তা তুমি খাও ও পান কর এবং নয়ন জুড়াও’ *(মারয়াম ১৯/২৫-২৬)*।

আহার্য গ্রহণের ব্যাপারে নিয়মানুবর্তিতা মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য কল্যাণকর। সন্তানের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলে রামাযানের ছিয়াম থেকে বিরত থাকার বিষয়ে শরী‘আতের অনুমোদন আছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَواةِ وَالصَّوْمَ عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُرْضِعِ وَالْحُبْلَى. ‘আল্লাহ তা‘আলা মুসাফির হ’তে অর্ধেক ছালাত এবং মুসাফির, স্তন্যদানকারিনী মাতা ও গর্ভবতী স্ত্রী লোক হ’তে ছিয়াম উঠিয়ে নিয়েছেন’। অর্থাৎ ছিয়ামের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন।[3]

মানসিক গঠন :

দৈহিক কাজ-কর্মের ন্যায় এ সময় মায়ের মানসিক কর্মেরও প্রভাব সন্তানের উপর প্রতিফলিত হয়। অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থাতেও নিজেকে সংযত রেখে ঝগড়া-বিবাদ ও উত্তেজনাকর পরিস্থিতি হ’তে দূরে থাকা মায়ের অপরিহার্য কর্তব্য। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) থেকে বিমুখ করতে পারে এরূপ বই-পত্র ও ধ্যান-ধারণা হ’তে মনকে পূত-পবিত্র রাখতে হবে। কেননা যাবতীয় খারাপ, অশ্লীল চিন্তা-ভাবনা পরিহার করে সৎ চিন্তা ও কুরআন-হাদীছ এবং নবীদের জীবনী পঠন ও শ্রবণ গর্ভস্থ সন্তানের সুশীল মানসিকতা গঠনে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। হারাম এবং অবৈধ উপায়ে অর্জিত খাদ্যদ্রব্য গর্ভের শিশুর উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। তাই এসব হ’তে মাকে অনেক দূরে অবস্থান করতে হবে। হারাম বর্জন করে

হালাল বস্তু খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করার ব্যাপারে কুরআন মাজীদে এরশাদ হয়েছে ,ঃ ' وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلاَلاً طَيِّباً. আল্লাহ তোমাদের যা কিছু রিযিক দান করেছেন, তার মধ্যে হালাল ও পবিত্র বস্তু আহার কর' *(মায়েদাহ ৫৪/৮৮)*।

সন্তানকে সুষ্ঠু ও সুন্দর মনের একজন আদর্শবান মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার প্রধান দায়িত্ব মায়ের। মায়ের মন-মানসিকতার উপর নির্ভর করে সন্তানের মন-মানসিকতা। পৃথিবীর অধিকাংশ মা এ বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান না করার কারণে সন্তান হয় দুশ্চরিত্র। তাই একজন সুন্দর মনের সন্তান পেতে হ'লে মাকে সুন্দর পূত-পবিত্র মানসিকতাসম্পন্ন হ'তে হবে। গর্ভস্থ সন্তানের স্বার্থেই এটি প্রত্যেক মায়ের কর্তব্য এবং ভবিষ্যৎ সন্তানের এটি অধিকার। সন্তানের জন্য গর্ভবতী মাতার এসব মু'আমালাত অবশ্যই পালনীয়। এতে মাতা ও সন্তানের পার্থিব কল্যাণ নিহিত রয়েছে এবং পরকালে মাতার জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান।

(খ) **জন্ম পরবর্তী অধিকার :**

মায়ের স্তনে সন্তানের অধিকার :

গাছের শাখা যেমন মূলের মুখাপেক্ষী, তেমনি শিশু জন্মের পর মায়ের উপর নির্ভরশীল। শিশুর জন্মের সাথে সাথে আল্লাহর রহমতে মাতৃস্তনে সৃষ্টি হয় শিশুর উপযোগী খাবার। সুতরাং পৃথিবীতে কোন মা যেন বিশেষ কারণ ছাড়া স্বীয় দুধপান থেকে সন্তানকে বঞ্চিত করে শিশুর অধিকার অস্বীকার না করেন। সন্তানকে দুধপান করানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ প্রদান করে বলেছেন وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ. ' যে সকল জননী সন্তানদের পুরো সময় পর্যন্ত দুগ্ধ দান করতে ইচ্ছা রাখে, তারা নিজেদের শিশুদেরকে পুরো দু'বছর ধরে দুগ্ধ পান করাবে' *(বাক্বারাহ ২/২৩৩)*।

মায়ের বুকের দুধ শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানযুক্ত আল্লাহ প্রদত্ত এমন তৈরী খাবার, যা শিশু সহজেই হজম করতে পারে এবং তা শিশুর শরীরের বৃদ্ধি ঘটানোতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে শিশুর শরীরের খাদ্য চাহিদার যে পরিবর্তন ঘটে, মায়ের বুকের দুধে অনুরূপ পরিবর্তন প্রতিদিনই ঘটে থাকে। শিশুর দেহ যে পরিমাণ তাপমাত্রা হ'লে দুধ তার দেহে কাজে লাগতে পারে, সেরূপ তাপমাত্রা মায়ের বুকের দুধে বিদ্যমান থাকে।

শিশুকে সুস্থ-সুন্দর করে গড়ে তুলতে হ'লে মায়ের বুকের দুধের বিকল্প নেই। মায়ের বুকের দুধে বেশ কিছু রোগ প্রতিরোধক উপাদান থাকে। যেমন- আই.জি.এ ল্যাকটোফেরিন এবং লাইসোজাইম। এছাড়াও মায়ের বুকের দুধে প্রচুর শ্বেত রক্তকণিকা থাকে যেগুলো আবার আই.জি.এ ল্যাকটোফেরিন, লাইসোজাইম, ইন্টারফেরন তৈরী করে। বাইফিজস ফ্যাকটর নামে আরও একটি পদার্থ মাতৃদুগ্ধে পাওয়া যায়। এগুলো সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করে। যার ফলে বাচ্চার দেহে ডায়রিয়া, কান পাকা রোগ, শ্বাসনালীর রোগ কম হয়। এছাড়া মাতৃদুগ্ধ পানে হৃৎপিন্ডের রোগ, করোনারী, খাদ্যনালীর রোগ প্রভৃতি প্রতিরোধ করে। মায়ের দুধ পান শিশুর চেহারার লাবণ্য সৃষ্টি করে, বাকশক্তি ও সাধারণ বুদ্ধি বিকাশে সাহায্য করে।

বিশেষ কারণ ছাড়া কোন মা শিশুকে দুধ পান হ'তে বঞ্চিত করে যে ক্ষতি সাধন করে, তা অপূরণীয়। কারণ স্তন্যদান মায়ের মধ্যে সৃষ্টি করে শিশুর প্রতি এক বিশেষ স্নেহ প্রবণতা ও আবেগ-অনুভূতি। যে সকল মহিলা তাদের চাকচিক্য ও রূপ-লাবণ্য নষ্ট হবার ভয়ে শিশুকে বুকের দুধ পান করানো হ'তে বিরত থাকে, তাদের এ হীন মানসিকতা এখুনি পরিত্যাগ করা উচিত।

শিশুর স্বাস্থ্য, মন-মানসিকতা, চরিত্র ও রুচি গঠনে মায়ের দুধের ভূমিকা যথেষ্ট। বিশেষ কারণ বশতঃ কোন শিশুকে আপন মা ব্যতীত অন্য মহিলার দুধ পান করানোর প্রয়োজন হয়ে পড়লে, সেক্ষেত্রে দুশ্চরিত্রা ও অসুস্থ মহিলার দুধ পান করানো হ'তে বিরত রাখতে হবে।

স্নেহের পরশে প্রতিপালন :

সন্তান মায়ের হৃদয়ের দরদ ও পরম স্নেহ-যত্নের দাবীদার। মা কোন প্রকার ঘৃণা না করে আন্তরিক ভালবাসা দিয়ে সন্তানের পরিচর্যা করবে। আদর-স্নেহ হ'তে বঞ্চিত সন্তানদের স্বভাব-চরিত্রে বিরূপ পড়ে থাকে। স্নেহের পরশে প্রতিপালনকারী মা আল্লাহর অনুগ্রহের অংশীদারিণী হয়ে থাকেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একবার হাসান বিন আলী (রাঃ)-কে স্বস্নেহে চুম্বন করেন। আকরা বিন হাবিস আত-তামিমী (রাঃ) এ দৃশ্য দেখে বললেন‘ إِنَّ لِىْ مِنَ الْوَلَدِ عَشَرَةً مَا قَبَّلْتُ أَحَدًا مِّنْهُمْ. ,আমার দশটি সন্তান আছে, আমি তাদের কাউকেই কোন দিন চুম্বন করিনি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন , ‘ إِنَّهُ مَنْ لاَ يَرْحَمْ لاَ يُرْحَمْ যে দয়া করে না, তাকে দয়া করা হয় না’।[4]

পিতৃহারা সন্তানের প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ :

সন্তানকে সমাজ ও সংসার জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পিতা যেমনভাবে দায়িত্ব পালন করবেন, অনুরূপভাবে মাকেও তাতে অংশগ্রহণ করতে হবে। আর পিতা মারা গেলে মা-ই এ মহান দায়িত্ব পালনে সব রকম সহযোগিতা প্রদানে ব্রতী হবেন। স্বামীর মৃত্যুর পর চেহারা-সৌন্দর্য থাকা সত্ত্বেও অন্যের গৃহে না গিয়ে ইয়াতীম সন্তানদের প্রতিপালন ও প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করতে পারেন এমন মহিলা সত্যিই নারী জাতির গৌরব। এ গৌরব অর্জনের জন্য তাকে প্রতিটি পদে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়।

প্রাথমিক জ্ঞান দান :

শিশু জন্ম হ'তে বিদ্যালয়ে গমনের পূর্ব পর্যন্ত মায়ের সান্নিধ্যে লালিত-পালিত হয়। আর মায়ের কোল থেকেই শিশুর শিক্ষা তথা জ্ঞান আহরণের যাত্রা শুরু হয়। শিশুর মন এ সময় অত্যন্ত কোমল থাকে, সে জন্য তখন তাকে যে শিক্ষা দেয়া হয়, তা সে সহজে গ্রহণ করে। এ শিক্ষা তার ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয় হিসাবে কাজ করে। তাই শিশুর মুখে আধো আধো বুলি ফুটতে শুরু করলে মাকে কথা বলার সময় অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। সন্তানের সামনে কটু বা খারাপ বাক্য উচ্চারণ করা হ'তে সংযত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করা প্রয়োজন। মায়ের মিষ্টিমিষ্টি কথা শিশুর অন্তরে প্রবলভাবে রেখাপাত করে। মা ইসলামের সুমহান শিক্ষার কথা সুমধুর ভাষায় শিশুর মাঝে ছড়িয়ে দিবেন। তাকে ইসলামের প্রাথমিক বিষয়সমূহ শিক্ষা দিবেন। অধিক ভোজনের অপকারিতা, জোরে চীৎকার করে কথা না বলা সম্পর্কে জ্ঞান দান করবেন। দুষ্টু প্রকৃতির ছেলে-মেয়েদের সাথে মিশতে, মিথ্যা ও অহেতুক কথা বলার মত অশালীন কাজ থেকে তাদেরকে বিরত রাখবেন। নিজেদের কাজ যথাসম্ভব নিজ হাতে করার অভ্যাস গড়ে তুলতে শিক্ষা দিবেন। ভাল কাজ করলে ধন্যবাদ প্রদান এবং মন্দ কাজ করলে মৃদু শাসন করতে হবে। শিশু একটি পুষ্পকলি। মা তার মধ্যে মানবীয় গুণাবলী, সুন্দর চরিত্রের রং, রূপ ও গন্ধ ভরে দিবেন। মায়ের অভিপ্রেত অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে শিশুর শিক্ষা হ'লে বৃহত্তর সমাজ ও জাতি নিঃসন্দেহে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জীবন যাপনে অভ্যস্ত করা :

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সৌন্দর্যের মূল ভিত্তি। কোন ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত তার শরীরকে পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি করার ব্যাপারে সচেষ্ট না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে ইসলামের মানদন্ডে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত এবং সর্বদিকে সম্মানিত ব্যক্তি বলে বিবেচিত হবে না। আর যতক্ষণ পর্যন্ত পানাহার ও পোষাক-পরিচ্ছদের বেলায় সকল প্রকার ময়লা ও অপরিচ্ছন্নতা থেকে দূরে থাকতে পারবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত সে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে না। এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি মা তার ছোট্টমণিকে শিশুকাল থেকে শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে সচেষ্ট হবেন। শরীরের রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকার নিমিত্তে কাপড়-চোপড় পরিচ্ছন্ন, খাদ্যদ্রব্য পবিত্র রাখা এবং খাদ্যের পাত্র পরিষ্কার করা একান্ত দরকার। এ ব্যাপারে মা সন্তানকে অভ্যস্ত করে তুলবেন। কারণ পবিত্রতা আল্লাহর নৈকট্য লাভে সহায়তা দান করে। এ ব্যাপারে কুরআন মাজীদে এরশাদ হয়েছে, إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদের ভালবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরকেও ভালবাসেন’ *(বাক্বারাহ ২/২২২)*।

যেমনিভাবে নিজের শরীর ও মনকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, তেমনিভাবে ঘর-দরজা, বাড়ীর চারপাশের পরিবেশ, রাস্তা-ঘাট, পরিষ্কার রাখতে হবে। একথা মা তার সন্তানকে শৈশব থেকে হাতে কলমে শিক্ষা দিয়ে এ ব্যাপারে আগ্রহী করে তুলবেন। রাসূল (ছাঃ) এ সম্পর্কে বলেন, نَظِّفُوْا أَفْنِيَتَكُمْ. ‘তোমরা তোমাদের বাড়ির আঙ্গিনা ও সম্মুখ ভাগ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখ’।[6]

শৈশবে শিশুর মন অত্যন্ত পবিত্র এবং নরম থাকে। নরম মাটিকে কুমার যা ইচ্ছা তা করতে পারে। অনুরূপভাবে মা পবিত্র নরম হৃদয়ের শিশুটিকে পবিত্রতা তথা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে যেরূপ প্রশিক্ষণ দান করবেন, সেভাবে জীবনের বাকী দিনগুলি সে অতিবাহিত করবে।

সৌজন্যবোধ শিক্ষা দান :

শিশু-সন্তান মাকে বেশী অনুসরণ করে। তাই মা শৈশবেই শিশুকে সৌজন্যবোধ শিক্ষা দিবে। যাতে করে শিশু প্রশংসনীয় কাজ ও সুন্দর চরিত্রে সজ্জিত হয়ে বড় হ'তে পারে। সন্তান যেহেতু বিশ্ব প্রকৃতির পবিত্র উপাদান এবং সমাজরূপী প্রাসাদের ইট সমতুল্য, সেহেতু সন্তানকে ভদ্রতা, বিনয়, সরলতা, সততা, সত্যবাদিতা ইত্যাদি গুণাবলী শিক্ষা দানে মাতা অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন। একজন শিশু পরবর্তী জীবনে পৃথিবীর সকলের নিকট এক আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠার জন্যই মায়ের নিকট হ'তে সে এই গুণাবলী অর্জনের অধিক হকদার।

উন্নত মন-মানসিকতা গঠন :

মানুষ আল্লাহর খলীফা। আল্লাহর হুকুম-আহকাম পালন করাই মানুষের প্রকৃত দায়িত্ব ও কর্তব্য। প্রতিটি মানুষের উপর একদিকে রয়েছে স্রষ্টার অধিকার, আর অপর দিকে রয়েছে অগণিত সৃষ্টির অধিকার। স্রষ্টা এবং সৃষ্টির অধিকার সুন্দররূপে আদায়ের জন্য সন্তানের উন্নত মন-মানসিকতা গঠন করার ব্যাপারে মাকে সচেষ্ট হ'তে হবে। শিশুর মনের সুকুমার বৃত্তিগুলি জাগ্রত করতে হবে। তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে আল্লাহর অধিকার পূর্ণরূপে আদায় করলে পরকালে চির সুখের স্থান জান্নাত পাওয়া যাবে। আর তা আদায় না করলে চরম শাস্তির সম্মুখীন হ'তে হবে। সৃষ্টির প্রতি অধিকার বলতে পিতা-মাতা, ভাই-বোন, পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন তথা বিশ্বের সকল সৃষ্টজীবের সাথে উত্তম আচরণ করলে ইহজীবনে শান্তি ও পরজীবনে পুরষ্কার লাভে সক্ষম হবে, একথা তাদের মনের মধ্যে গ্রোথিত করে দিতে হবে। এছাড়াও অপসংস্কৃতির সয়লাব থেকে বেঁচে থাকার জন্য তাদেরকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে হবে। তাদের মধ্যে বীরত্ব, দৃঢ়তা সৃষ্টি করা এবং ভীরুতা-কাপুরুষতা পরিহারের ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। বৈধ সীমানার মধ্যে অবস্থান করে নিজের আত্মসম্মানবোধ ও আত্মমর্যাদাবোধ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান দিতে হবে। অপরপক্ষে অন্যের সম্মান যেন বিনষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। মোটকথা তাদেরকে পরিকল্পিত জীবন-যাপনে অভ্যস্ত করে তুলতে

হবে, যাতে করে তারা নিজেদেরকে বিশ্ববাসীর সামনে এক উত্তম উদাহরণ হিসাবে পেশ করতে সক্ষম হয়।

সৌজন্যবোধ শিক্ষা দান :

শিশু-সন্তান মাকে বেশী অনুসরণ করে। তাই মা শৈশবেই শিশুকে সৌজন্যবোধ শিক্ষা দিবে। যাতে করে শিশু প্রশংসনীয় কাজ ও সুন্দর চরিত্রে সজ্জিত হয়ে বড় হ'তে পারে। সন্তান যেহেতু বিশ্ব প্রকৃতির পবিত্র উপাদান এবং সমাজরূপী প্রাসাদের ইট সমতুল্য, সেহেতু সন্তানকে ভদ্রতা, বিনয়, সরলতা, সততা, সত্যবাদিতা ইত্যাদি গুণাবলী শিক্ষা দানে মাতা অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন। একজন শিশু পরবর্তী জীবনে পৃথিবীর সকলের নিকট এক আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠার জন্যই মায়ের নিকট হ'তে সে এই গুণাবলী অর্জনের অধিক হকদার।

উন্নত মন-মানসিকতা গঠন :

মানুষ আল্লাহর খলীফা। আল্লাহর হুকুম-আহকাম পালন করাই মানুষের প্রকৃত দায়িত্ব ও কর্তব্য। প্রতিটি মানুষের উপর একদিকে রয়েছে স্রষ্টার অধিকার, আর অপর দিকে রয়েছে অগণিত সৃষ্টির অধিকার। স্রষ্টা এবং সৃষ্টির অধিকার সুন্দররূপে আদায়ের জন্য সন্তানের উন্নত মন-মানসিকতা গঠন করার ব্যাপারে মাকে সচেষ্ট হ'তে হবে। শিশুর মনের সুকুমার বৃত্তিগুলি জাগ্রত করতে হবে। তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে আল্লাহর অধিকার পূর্ণরূপে আদায় করলে পরকালে চির সুখের স্থান জান্নাত পাওয়া যাবে। আর তা আদায় না করলে চরম শাস্তির সম্মুখীন হ'তে হবে। সৃষ্টির প্রতি অধিকার বলতে পিতা-মাতা, ভাই-বোন, পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন তথা বিশ্বের সকল সৃষ্টজীবের সাথে উত্তম আচরণ করলে ইহজীবনে শান্তি ও পরজীবনে পুরষ্কার লাভে সক্ষম হবে, একথা তাদের মনের মধ্যে গ্রোথিত করে দিতে হবে। এছাড়াও অপসংস্কৃতির সয়লাব থেকে বেঁচে থাকার জন্য তাদেরকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে হবে। তাদের মধ্যে বীরত্ব, দৃঢ়তা সৃষ্টি করা এবং

ভীরুতা-কাপুরুষতা পরিহারের ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। বৈধ সীমানার মধ্যে অবস্থান করে নিজের আত্মসম্মানবোধ ও আত্মমর্যাদাবোধ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান দিতে হবে। অপরপক্ষে অন্যের সম্মান যেন বিনষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। মোটকথা তাদেরকে পরিকল্পিত জীবন-যাপনে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে, যাতে করে তারা নিজেদেরকে বিশ্ববাসীর সামনে এক উত্তম উদাহরণ হিসাবে পেশ করতে সক্ষম হয়।

ব্যবহারিক শিক্ষা দান :

দৈনন্দিন জীবনে এমন অনেক কাজ রয়েছে, যা একজন মানুষ জীবনের ঊষালগ্ন হ'তে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত না হ'লে বড় হয়ে তা পালনে ব্যর্থ হয়। নিজের ব্যবহৃত কাপড়-চোপড় গোছানো, ঘর-দুয়ার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, অযূ-গোসল করে পাক-ছাফ হওয়া ইত্যাদি বিষয়ে সন্তানকে শিক্ষা দিতে হবে। বিশেষ করে মেয়ে সন্তানকে গৃহস্থালী কাজ-কর্মে অভ্যস্ত করে তোলা, রান্না-বান্না ও অন্যান্য কাজের শিক্ষা দিয়ে দক্ষ ও সুনিপুণ করে গড়ে তুলতে হবে। যাতে ভবিষ্যতে তারা আদর্শ গৃহিনী হ'তে পারে। মানুষের চলার পথে ব্যবহারিক জীবনের কাজগুলি শিক্ষা দিয়ে সন্তানকে ভবিষ্যৎ জীবনের সোপান তৈরী করে দিতে মা একটি উত্তম প্রতিষ্ঠান। একথা স্মরণ রেখে প্রত্যেক মায়ের স্বীয় দায়িত্ব পালন করাই সন্তানের অধিকার।

তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া :

সন্তানের তত্ত্বাবধান করা একজন আদর্শ মায়ের বড় কর্তব্য। সন্তানকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সৎ মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যেই মাকে তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'তে হয়। সন্তানকে উত্তমরূপে গড়ে তোলার ব্যাপারে মাকেই মমতাময়ীর ভূমিকা পালন করতে হবে। ইসলাম মাকে গৃহের দায়িত্বশীলরূপে স্থির করেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'প্রত্যেক আদম সন্তান কর্তা। পুরুষ তার পরিবারের কর্তা আর নারী তার ঘরের কর্ত্রী'।[7] হাদীছে এসেছে, وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِىَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُم ْ. 'স্ত্রীরা নিজের স্বামীর ঘর ও তার সন্তানের রক্ষক, সে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে'।[8]

সন্তানের প্রতিটি ক্ষেত্রে মা উত্তম পরিচালক হিসাবে পরিচয় দিতে না পারলে শিশুর উপরে উঠার পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। চালক একটু অমনোযোগী হবার কারণে যেমনভাবে বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটে, তেমনভাবে মা তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে সামান্যতম বেখেয়াল হ'লে সন্তানের জীবনের সোনালী সূর্য অস্তমিত হয়ে কালো মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে যাবে। অতএব এ বিষয়ে আমাদের আরো সচেতন হ'তে হবে।

সন্তান প্রতিপালনে এক মায়ের ত্যাগের গঠনা :

সন্তান প্রতিপালনে নজিরবিহীন ত্যাগ

রাসূলুল্লাহ -এর চেয়ে মহিলা সাহাবীগণ আর তার কাছে তেন প্রিয় ছিলো। কিন্তু প্রিয়নবীর যখন নিজের চাচা আবু তালিবের জন্য উম্মে হানির কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন, তখন তিনি এজন্য ক্ষমা চাইতেন যে, রাসূলুল্লাহর শিশু প্রতিপালনের গুরুত্ব সম্পর্কে মহিলা সাহাবীদের জে শিক্ষা দিয়েছিলেন তা তাঁরা খুব ভালোভাবেই গ্রহণ করেছিলেন। উম্মে হাম ক্ষমা চেয়ে যে কথা নবী করীম-কে বলেছিলেন তা একবার তেরে দেখুন। তাহলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, মহিলা সাহাবীদের কাছে সপ্তম প্রতিপালন কতখানি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিলো। উম্মে হানি বলেছিলেন।

ওগো আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার এ দু'চোখ থেকেও অতি প্রিয় কিন্তু স্বামীর অধিকার অনেক বেশি। বিয়ে করতে গিয়ে আমি আশয়া কা যে, যদি স্বামীর সেবার অধিকার আদায় করি, তাহলে এসব অন্তরের মণিদের (সন্তান) অধিকার আদায় করতে সক্ষম হবো না। আর যদি সন্তানের সেবায় নিয়োজিত থাকি, তাহলে স্বামীর অধিকার আদায় করতে পারবো না

এ সেই ভাগ্যবর্তী, উম্মে হানি, যাঁর ঘরে রাসূলে আকরাম বিজয়ের দিন গোসল করেছিলেন এবং চাশতের নামায আদায় করেছিলেন। মাত্মীয়তার বন্ধনের কারণে উম্মে হানি যে দুই মুশরিককে নিজের ঘরে ঠাঁই দিয়েছিলেন, আল্লাহর রাসুল ও তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলন।

এক মায়ের কাহিনী

নির্ধারিত সময়ের ৬ সপ্তাহ আগেই এক গর্ভবতী মা শিশুসন্তান প্রসব করলো। হাসপাতালের নার্স তার গায়ের ওপর শক্ত পট্টি বাঁধলো। মহিলাটি নার্সকে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি এ পট্টি কেন বাঁধলেন।

জবাবে নার্স বললো, 'আপনার দুধ যাতে না আসে, সে জন্য পট্টি বাঁধা হলো। 'কিন্তু আমি তো শিশুকে আমার দুধপান করাতে চাই। 'আপনি আপনার দুধপান করাতে পারবেন না। নার্স বললো, নির্ধারিত সময়ের আগে আপনার শিশু জন্ম নেয়ায়

শারীরিকভাবে দুর্বল হয়েছে। কয়েক সপ্তাহ আপনাকে তার থেকে পৃথক থাকতে হবে। ডাক্তার! মহিলাটি নার্সের প্রতি হতাশ হয়ে বললো, 'আপনি কি আমায় সাহায্য করতে পারেন? আমি শিশুকে আমার দুধপান করাতে চাই। ডাক্তার রাগত স্বরে বললো, 'আপনি জানেন, আপনার সন্তান কিছুদিন আগে জন্মগ্রহণ হয়েছে।'

'এ কারণেই তো আমি তাকে নিজের দুধপান করাতে চাই। আমি চাই, ওই দুর্বল দেহে অনতিবিলম্বে শক্তি সঞ্চারিত হোক এবং সে জীবিত থাকুক।

'এ প্রশ্নই উঠতে পারে না।

'আপনি যদি সন্তানকে আপনার দুধপান করাতে চান, তাহলে আমাদেরকে কিছুর মাধ্যমে আপনার দুধ বের করতে হবে। আপনি কি সে জন্য প্রস্তুত আছেন?

মমতার কারণে মা সে জন্য প্রস্তুত ছিলো। একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র দিয়ে তার দুধ বের করা হলো। কোনো কোনো সময় ১১ আউন্স পর্যন্ত দুধ বের হতো।

এ দুধ হাসপাতালের অন্য শিশুও পান করতো। যখন মাকে হাসপাতাল থেকে বিদায় করা হলো, তখন শিশুকে সেখানেই রাখা হলো। কারণ তার ওজন ৬ পাউন্ড থেকে কম ছিলো। মা গৃহে এক পাম্পের সাহায্যে নিজের দূষ বের করে শিশুর জন্য হাসপাতালে পাঠাতে থাকেন। ইতোমধ্যে তার ব্যাস পাঁচ সপ্তাহ অতিক্রম করলো এবং তাকে বাড়িতে আনা হলো।

আমাদের ফ্যাশনপ্রিয় মায়েদের খুব কম নারীই এমন পাওয়া যাবে যে, উল্লিখিত নারীর মতো শিশুকে নিজের দুধপান করানোর জন্য পীড়াপীড়ি করে থাকেন। এ মহিলা নিজের বান্ধবীদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখেছিলেন। তিনি জানতেন, বোতলে দুধপানকারী শিশু সবসময় পেটের পীড়ায় আক্রান্ত থাকে, তার সন্তান নির্ধারিত সময়ের আগে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও শিগগিরই সাধারণ অবস্থায় এসে গেলো এবং প্রথমে যে দুর্বলতা অনুভব করা হয়েছিলো তা অবিলম্বে দূর হয়ে গেলো।

সন্তানের প্রতি পিতার কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য:

সন্তানের প্রতি পিতার দায়িত্ব ও কর্তব্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও নৈতিক বিষয়। একজন পিতা কেবল সন্তান জন্মদাতা নন, বরং তাঁর ওপর রয়েছে সন্তানের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক বিকাশের দায়িত্ব। নিচে সন্তানের প্রতি পিতার প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো তুলে ধরা হলো:

১. ভরণ-পোষণ নিশ্চিত করা:

পিতার প্রথম দায়িত্ব হলো সন্তানের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা করা। সন্তান যাতে সুস্থ ও নিরাপদ পরিবেশে বড় হতে পারে, তা নিশ্চিত করা আবশ্যক।

২. শিক্ষা দান ও শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি:

সন্তানকে ভালো শিক্ষা দেওয়া ও তার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা পিতার কর্তব্য। একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ।

৩. নৈতিক ও মানসিক গঠন:

সন্তানের নৈতিক চরিত্র গঠনে পিতা অনন্য ভূমিকা পালন করেন। সততা, দায়িত্ববোধ, দয়াশীলতা ও মানবিক মূল্যবোধ শিক্ষা দেওয়া জরুরি।

৪. ভালবাসা ও মানসিক সহায়তা:

সন্তান যেন বাবা থেকে ভালোবাসা ও মানসিক সমর্থন পায়, তা নিশ্চিত করতে হবে। সন্তানের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুললে সে আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে।

৫. উদাহরণস্বরূপ আচরণ করা:

পিতা নিজে সৎ, দায়িত্ববান ও নৈতিক জীবনযাপন করলে সন্তান সেটাই অনুসরণ করে। শিশুরা দেখেশুনে শেখে, তাই বাবার আচরণ একটি বড় শিক্ষা।

৬. সময় দেওয়া:

পিতা হিসেবে সন্তানকে সময় দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে সন্তান বাবার কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠে এবং আত্মিক সম্পর্ক মজবুত হয়।

৭. ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করা:

সন্তান যেন সমাজে একজন সৎ ও যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে, সেই প্রস্তুতি দেওয়া পিতার দায়িত্ব। এটি জীবনের বাস্তবতা শেখানো, সিদ্ধান্ত নেওয়ার সক্ষমতা তৈরি করাও অন্তর্ভুক্ত করে।

এক নজরে সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার করণীয় দায়িত্ব

১. মাতা-পিতাকে বিবাহের সময় উভয় উভয়কে চরিত্রবান দেখে বিবাহ করতে হবে।

২. হালাল রুচি দিয়ে আহার করতে হবে। কেননা হারাম দ্বারা বর্ধিত গোশতের টুকরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। কলাগাছের চাষ করে যেমন আঙ্গুল ফল পাওয়া যাবে না তেমনি হারাম ভক্ষণ করে উত্তম সন্তানও পাওয়া যাবে না।

৩. উত্তম সন্তান কামনা করে আল্লাহর দরবারে ধরনা দিতে হবে।

৪. মা গর্ভবতী হওয়ার পর তার যথাযথ পরিচর্চা করতে হবে। মাকে সাহস যোগাতে হবে এবং তাকে নিয়মিত ডাক্তারের পরামর্শে থাকতে হবে।

৫. গর্ভবর্তী মাকে দ্বীনের উপর অটল থেকে যথাযথ আল্লাহর বিধান মান্য করতে হবে এবং ভালো চিন্তা ও কুরআন হাদীসসহ অন্যান্য ইসলামী বই পড়তে হবে।

৬.. এ সময় মাকে অবশ্যই দুশ্চিন্তা মুক্ত থাকতে হবে এবং গঠনমূলক চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। আর পিতাকে এ ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা করতে হবে। কেননা মায়ের মানিসক অবস্থা শিশুর উপর প্রভাব ফেলে।

৭. সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় আল্লাহর উপর শতভাগ আস্থা রেখে যথাসম্ভব নরমাল ডেলিভারী করাতে হবে। কেননা সিজার করলে সন্তানের মা পঙ্গু হয়ে যায়। তখন সে স্বাভাবিভাবে কাজ-কর্ম করতে অক্ষম হয়ে যায়।

৮. সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশুর কানে আযান দিতে হয় এবং মাকে যথাযথ পরিবেশে রেখে তার শরীরের উপযুক্ত সেবা-যত্ন করতে হয়।

৯. সন্তানকে মায়ের শালদুধ পান করাতে হবে। কেননা তা শিশুর শরীরের জন্য খুবই উপকারী।

১০. সম্ভব হলে সপ্তম দিনে আকিকা করে মাথার চুল কামিয়ে চুলের ওজন পরিমাণ স্বর্ণ বা রৌপ্য দান করা। তবে মনে রাখতে হবে এগুলোর কোনটিই ফরয নয় (মোস্তাহাব)।

১১. শিশুর জন্য সুন্দর একটি নাম নির্বাচন করতে হবে। কেননা, কিয়ামতের দিন তাকে তার এবং তার পিতার নাম ধরে ঢাকা হবে।

১২. দুধপান করার সময় মায়ের খাবারের প্রতি যথাযথ খেয়াল রাখতে হবে, যাতে শিশুর দুধ পেতে কষ্ট না হয়।

১৩. শিশুকে যথাযথ আদর-সোহাগের মাধ্যমে বড় করে তুলতে হবে। তাকে ধমক দেয়া কিংবা তারা সাথে রাগ করা যাবে না। তার কচি মনে আঘাত লাগে এ ধরনের কোন কাজ করা যাবে না।

১৪. উপযুক্ত বয়স না হলে তাকে শাসনও করা যাবে না।

১৫. যখন কথা বলতে শুরু করবে, তখন প্রথমেই তাকে কালিমা শেখাতে হবে।

১৬. যথাসম্ভব বায়না পূরণ করতে হবে।

১৭. শিক্ষার বয়স হলে প্রথমেই তাকে দ্বীনি শিক্ষা দিতে হবে। কেননা প্রথমে যদি এ শিক্ষা গ্রহণ না করে, তবে পরে সে আর এ শিক্ষা গ্রহণ করতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

১৮. সর্বপ্রথমই তাকে জানিয়ে দিতে হবে তাকে কেন দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে, কে তাকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছে, তাকে কি দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে? এ দায়িত্ব পালন শেষে তাকে আবার ফিরে যেতে হবে সেই কাঙ্ক্ষিত মঞ্জিলে।

১৯. তাকে স্বাভাবিক খেলা-ধুলা করতে দিতে হবে। কেননা প্রতিভা বিকাশে খেলা-ধুলার গুরুত্ব রয়েছে।

২০. পর্যালোচনায় দেখা গেছে মানুষ বন্ধুর দ্বারাই বেশির ভাগ সময় প্রভাবিত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই আপনার সন্তানটি কার সাথে বন্ধুত্ব করছে, সে দিকে নজর রাখতে হবে। অবাধে বন্ধুদের সাথে মিশতে দেয়া যাবে না।

২১. বিধর্মীদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। কেননা, আল্লাহর রাসূল বলেছেন, মানুষ বন্ধুর দ্বীনের দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাই সে যেন দেখে নেয় কার সাথে বন্ধুত্ব করছে?

২২. আপনাকে ইসলামের বিধান পরিপূর্ণ মানতে হবে এবং তাকেও মানাতে হবে। আপনিও সালাতে যাবেন তাকেও সাথে নিয়ে যাবেন। সাত বছর বয়স থেকেই তাকে সালাতে অভ্যস্ত করতে হবে। অন্যান্য বিধান আপনিও মান্য করবেন দেখবেন সেও আপনার সাথে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। কেননা নিজে মান্য না করে অন্যকে তা মান্য করার জন্য বলা যাবে না।

২৩. আপনাদেরকে আদর্শবান হতে হবে এবং সন্তানদেরকে আদর্শবান হতে সহায়তা করতে হবে।

২৪. সন্তানকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তা যদি না পারেন তাহলে আপনার লক্ষ্য অবশ্যই ভ্রষ্ট হবে।

২৫. স্কুল শিক্ষক ও বাসার শিক্ষকের সাথে নিয়মিত আপনার সন্তানের শিক্ষা বিষয়ে আলাপ আলোচনা করতে হবে। তার লেখা পড়ার যথাযথ খবরা খবর নিতে হবে এবং তাকে সময়ও দিতে হবে। যদি আপনি বেশি ব্যস্ত লোক হন, তবে কমপক্ষে রাতে শোয়ার সময় তার থেকে সাড়া দিনের কাজের হিসাবটি নিয়ে নিবেন। এতেও অনেক উপকার হবে।

২৬. তাকে ওহীর জ্ঞান তথা কুরআন হাদীসের শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে।

২৭. নিজেদেরকে সত্য কথা বলতে হবে এবং সন্তানদেরকে সত্য বলায় অভ্যস্ত করতে হবে।

২৮. একটা বয়সে সন্তানের মাঝে ফাকি দেয়ার প্রবণতা দেখা যায়। তখন। সে স্কুল ফাঁকি দিয়ে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেয় এবং এলোমেলো কথা বলে। তখন অবশ্যই আপনাকে তাকে কন্ট্রোল করতে হলে সময় দিয়ে, বুঝিয়ে এ পথ থেকে ফিরাতে হবে। নচেৎ সেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং আপনার মিশন ব্যর্থ হবে।

২৯. একটা সময় আসে যখন বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। তখন অবশ্যই তাদের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে যে, আপনার অগোচরে কারো সাথে কথা-বার্তা বলে কিনা বা দেখা-সাক্ষাৎ করে না।

৩০. তাকে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করতে হবে।

৩১. মাতা-পিতাকে সন্তানের জন্য উত্তম বন্ধু হতে হবে। তাদের যথাযথ আবদার পূরণ করতে হবে।

৩২. তাদের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করতে হবে। আর এর জন্য আপনারা আল্লাহর কাছে উত্তম প্রতিদান পাবেন।

৩৩. তাদের জন্য দু'আ করতে হবে। মাতা-পিতার দু'আ সন্তানের জন্য খুবই কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। ফলে সেও আপনার জন্য দু'আ করবে।

৩৪. সন্তানের প্রতি অভিশাপ দেয়া যাবে না। এতে আপনার সন্তান মারাত্মভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৩৫. বড়দেরকে সম্মান ও ছোটদেরকে স্নেহ করতে শেখাতে হবে।

৩৬. আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় এবং তাদের প্রতি উত্তম আচারণ করতে শেখাতে হবে।

৩৮. অসহায় গরীবদেরকে সহযোগিতা করতে শেখাবেন।

৩৯. মাতা-পিতাসহ সকল মুরব্বিদের মান্য করতে শেখাবেন।

৪০. সন্তান বিবাহের উপযুক্ত হলে উত্তম, দ্বীনদার, চরিত্রবান পাত্র-পাত্রী দেখে বিবাহের ব্যবস্থা করা। এরপরও যদি কোন কন্যা সন্তান স্বামীর

মাতা-পিতা হিসেবে মানুষ যখন উপরোক্ত দায়িত্বগুলো যথাযথভাবে আঞ্জাম দিতে সক্ষম হবেন, তখনই আমরা মনে করতে পারবো আমরা আমাদের সন্তানের প্রতি করণীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেছি। আর এতে আমাদের সন্তান আদর্শ সন্তান হিসেবে সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হবে ইংশা আল্লাহ।

সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার কর্তব্য সম্পর্কে একটি ঘটনার উদাহরণ দেওয়া হলো, যা শিক্ষণীয় এবং আবেগপূর্ণ:

ঘটনা: ‘রাকিবের সাফল্যের পেছনের গল্প’

রাকিব নামের এক ছেলে গ্রামের একটি দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেয়। তার বাবা একজন কৃষক, আর মা গৃহিণী। অভাবের মধ্যেও তারা চাইতেন রাকিব যেন শিক্ষিত হয় এবং সমাজে প্রতিষ্ঠিত মানুষ হতে পারে। প্রতি দিন সকালে রাকিব স্কুলে যাওয়ার আগে তার বাবা মাঠে কাজ করতে চলে যেতেন আর মা রাকিবের জন্য নাশতা তৈরি করতেন। বাবা নিজের খাবারের টাকাটা বাঁচিয়ে রাকিবের জন্য বই কিনতেন। এক শীতের রাতে রাকিব পড়াশোনা করছিলো, ঘরে আলো নেই। তখন তার মা মাটির চুলা জ্বালিয়ে আলো তৈরি করে তাকে পড়তে সাহায্য করেন। এইভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম ও ভালোবাসায় রাকিব একদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়। সেদিন সে বলেছিল, "আজ আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, তার পেছনে আমার বাবা-মায়ের ত্যাগ, ভালোবাসা আর দায়িত্ববোধ রয়েছে।"

এই ঘটনার শিক্ষণীয় দিক:

১. ভালবাসা ও ত্যাগ: সন্তানের ভবিষ্যৎ গঠনে পিতা-মাতার ত্যাগ অপরিসীম। 2. শিক্ষা ও নৈতিকতা শেখানো: সন্তানকে সুশিক্ষা ও সৎ পথে পরিচালিত করা পিতা-

মাতার দায়িত্ব। 3. সহানুভূতি ও সহানুভূতির শিক্ষা দেওয়া: ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার বুনিয়াদ শুরু হয় পরিবার থেকে।

সর্বশেষ বলা যায় যে সন্তানদের সঠিক বিকাশ, নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা, তাদের ভালো-মন্দ বোঝানো, নিরাপদ পরিবেশে লালন-পালন করা, সুশিক্ষা দেওয়া এবং সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করা—এসবই পিতা-মাতার প্রধান দায়িত্ব। সন্তান যেন একজন সৎ, যোগ্য ও মানবিক গুণসম্পন্ন নাগরিক হয়ে গড়ে ওঠে, তা নিশ্চিত করাই পিতা-মাতার কর্তব্যের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। কারণ, আজকের সন্তানই আগামী দিনের সমাজ ও জাতির ভবিষ্যৎ।